যুগান্তর

তারিখ 28 DEC 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

২৮ হাজার লাইব্রেরিতে তালা

যুগান্তর রিপোর্ট

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের 'বন্ধ' কর্মসূচিতে সারা দেশের ২৮ হাজার লাইব্রেরিতে তালা ঝুলছে। প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের কয়েকটি ধারা-উপধারা সংশোধনের দাবিতে তারা মঙ্গলবার সকালে ৪৮ ঘণ্টার এই কর্মসূচি শুরু করেন। 'বন্ধ' কর্মসূচির প্রথম দিন ঢাকায় বইপাড়া খ্যাত বাংলাবাজার ও নীলক্ষেতের বইয়ের মার্কেটগুলো অচল হয়ে পড়ে। কোনো দোকানপাট খোলা হয়নি। আগে থেকে না জেনে বই কিনতে গিয়ে অনেকেই খালি হাতে ফিরে যান। একই অবস্থা দেখা গেছে রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের সামনের লাইব্রেরিসহ অলিগলির দোকানেও। ঢাকার বাইরে থেকেও বইয়ের দোকান বন্ধ থাকার খবর পাওয়া গেছে। আজও তাদের এই 'বন্ধ' কর্মসূচি আছে। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। সংগঠনের সহ-সভাপতি শরীফ উল আলম যুগান্তরকে বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে সরকার 'সহায়ক' পাঠ্যবই বেসরকারিভাবে প্রকাশের বিধান রেখেছিল। এই তথ্য পেয়ে কিছু শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী চাপ সৃষ্টি করে আইনে এসব বই প্রকাশের পথ রুদ্ধ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। তারা তাদের এই ভুল পথ পরিহার না করলে কোনো প্রকাশক ও বিক্রেতা তাদের বই প্রকাশ ও বিক্রি করবেন না।

সারা দেশে পুস্তক প্রকাশকদের 'বন্ধ' কর্মসূচি

সমিতির স্বার্থ সংরক্ষণ জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব শ্যামল পাল জানান, সারা বিশ্বেই সহায়ক পাঠ্যবই প্রকাশের সুযোগ আছে। এটা মেধা বিকাশে প্রতিবন্ধক হলে যুক্তরাজ্যসহ উন্নত বিশ্বে এসব প্রকাশের সুযোগ থাকত না।

বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির নির্বাহী পরিচালক কামরুল হাসান শায়ক বলেন, সহায়ক বই প্রকাশনা বন্ধ করলে কবি-সাহিত্যিকদের সৃজনশীল বইয়ের প্রকাশনাও বন্ধ হবে। কেননা, মোট পুস্তক ব্যবসার ৯৫ শতাংশ বন্ধ হয়ে গেলে বাকি ৫ শতাংশ চলবে না। এ খাতে পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হবে। লেকচার প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী প্রকৌশলী মেহেদী হাসান বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের কয়েকটি ধারা-উপধারা বাতিল না হলে দেশের ২৮ হাজার বইয়ের দোকান অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে দেশের মুদ্রণ শিল্প, কাগজ শিল্প, বাঁধাই কারখানাসহ অনেক সেক্টর মারাত্মক হুমকির মুখে ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

২৮ হাজার লাইব্রেরিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পড়বে।

খুলনা মহানগর ও জেলার ৫ শতাধিক বইয়ের দোকান বন্ধ রেখে ধর্মঘট শুরু করেছেন ব্যবসায়ীরা। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালক রতন কুমার নাথ বলেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচি অনুযায়ী নগরীর ২০০ ও জেলার ৯ উপজেলার ৩০০ বইয়ের দোকান বন্ধ রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রকাশকদের এই কর্মসূচির সঙ্গে বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ পুস্তক বাঁধাই মালিক সমিতি, বাংলাদেশ পেপার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ ওয়েস্ট পেপার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনও একাত্মতা প্রকাশ করেছে। এর আগে একই দাবিতে সোমবার সারা দেশে মানববন্ধন করেন প্রকাশক ও বিক্রেতারা।